মাদ্রাসা শিক্ষা এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ

নন্দিনী হোসেন

বেশ কিছু দিন এক মূখি শিক্ষা নিয়ে প্রায় একটা হুলুস্থুল সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশে। এর ভয়াবহ পরিণাম বিবেচনা করে মাঠে নেমেছিলেন ডাঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং অন্যান্যরা। বিশেষ করে ডাঃ জাফর ইকবালের ঐকান্তিক চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ঠেকানো গেছে অন্তত কিছুদিনের জন্য হলে ও। সেই সাথে অবশ্যই মিডিয়ার গণমুখি ভুমিকার কথা ও এখানে স্বীকার করতে হবে। যতই সরকার শেষে সুর বদলিয়ে অন্য কথা বলুক না কেন কিন্তু কারণ টা যে জনমতের চাপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যাই হোক। আমার আজকের লেখার বিষয় তা নয়। আমার ব্যক্তব্য বিষয় মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে। একটা ব্যাপার সত্যি বূঝতে কষ্ট হয় এই যুগে ও আমাদের দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার এত রমরমা তেজী ভাব থাকে কি করে? মাদ্রাসা শিক্ষার মত একটা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় শিক্ষা যে দেশে রমরম করে চলে,সে দেশে জেহাদী তৈরী হবে না তো কি বিজ্ঞানী তৈরী হবে? যেখানে প্রতি বছর একটা বিশাল এলাকায় মঙ্গা নামক দুর্ভিক্ষ চলে-যেখানে সামান্য দু' মুটো ভাত যোগাড়ের প্রাণান্ত সংগ্রামে দেশের অধিকাংশ মানুষ দিশেহারা থাকে,সেখানে বেহেস্তের লোভ দেখিয়ে এদের দলে দলে বেহেস্তের পথ দেখিয়ে দেওয়া তো খুবই সহজ কাজ। অথচ এক সময় আমরা ভাবতাম বাংলাদেশের মানুষ যতই ধর্মভীরু হোক না কেন,বুকে বোমা বেঁধে আত্বঘাতের পথ ধরে বেহেস্তে যাওয়ার সখ তাদের কখনই হবে না ! পলিমাটির দেশের ভাত খেকো মানুষ, মরুভুমি তে বাস করা রুটি চিবানো মানুষের মত এতটা জোশ পাবে না- কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি !আত্বঘাতি বোমা বাজির যে সব খেল দেখা গেলো এবং যে হারে টন টন বোমা ,গ্রেনেড সহ বিচিত্র সব নামের অস্ত্র সস্ত্র ধরা পরতে লাগল,যা শুনেছি আমাদের সামরিক বাহিনীর কাছে পর্যন্ত নেই । যে দেশে খাবার কেনার মত সংগতি জন গনের বিশাল একটা অংশের থাকে না,শিক্ষা দিক্ষা বলতে, পালে পালে গরিব গুর্বো গুলোকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মাদ্রাসা নামক জঙ্গী তৈরীর কারখানায় গরু ছাগলের মত পূরে দেওয়া হয়-এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে মা বাবা আর তেমন খোঁজ খবর ও রাখেন না সেখানে কি হচ্ছে,কি শিখছে তাদের সন্তানেরা। তারা ভাবে ছেলে মেয়ে খেয়ে পরে আছে,আল্লার পথের শিক্ষা পাচ্ছে,এই না কত সৌভাগ্য ! বলা হয়ে থাকে ক্ষুধায় ধর্ম আফিমের মত কাজ করে। যে খানে দারিদ্র যত বেশী ,সেখানে ধর্ম ও তত বেশী ঝাঁকিয়ে বসার সুযোগ পায়। জ্ঞান বিজ্ঞানের বদলে অশিক্ষা, কুসংস্কার ,ফতোয়াবাজী ইত্যাদি বাড়তে বাড়তে এমন একটা জায়গা দখল করে নেয়,যে সাধারণ মানুষ ভাবে তাই বুঝি নিয়ম। বাংলাদেশের অবস্থা ও হয়েছে আজ তাই। দেশের বিশাল একটা জন গুষ্টির দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় সয়লাব হয়ে গেছে সারা দেশ। সরকার গুলো তাতে পালে হাওয়া দিয়েছে । কারণ তাতে তাদের ও শাসন করতে সুবিধা !কথা বলার মত-বোঝার মত মানুষ দেশে যত কম থাকে তত ই শাসকগুষ্টির পোয়াবারো। তাই তো আজ শহর বন্দর গ্রাম অলিতে গলিতে মাদ্রাসা। মাদ্রাসা আর মাদ্রাসা !কিন্তু তাদের কোন ছেলে মেয়ে কিন্তু মাদ্রাসায় পড়ে না। তাদের ছেলে মেয়েরা পড়ে ইউরোপ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ক্যানাডায়। তাছাড়া দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেনী ওযে যে ভাবে পারছে চলে যাচ্ছে বাইরে পড়াশোনার নাম করে। বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করুক অথবা নাই করুক কিন্তু কেউ ই আর ফেরার চিন্তা করে না। এই সুযোগে দেশ ভরে ফেলা হচ্ছে মাদ্রাসা দিয়ে। হত দরিদ্র বাদ বাকী বিশাল জন গুষ্টির যাবার জায়গা কোথা ও নেই। পড়াশোনার জায়গা বলতে ও ওই মাদ্রাসা!এরা যাবে কোথায় ? এমতাবস্থায় মগজ ধোলাই করে কেউ যদি নিজেদের অস ৎ উদ্দেশ্য সাধনের আশায় দলে দলে সরল অজ্ঞ তরুন দের বেহেস্তে যাবার তরিকা বাতলে দেয়,তবে তাই তো তাদের জন্য সব চেয়ে

সোজা এবং লোভনীয় পথ হওয়ার কথা -পড়াশোনার নিমিত্তে ইউরোপ আমেরিকা পাড়ি দেওয়ার চেয়ে !

তাই বলছিলাম, আমাদের দেশের সচেতন মানুষ দের এখন বোধ হয় যে ব্যাপার টি নিয়ে সব চেয়ে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে, দেশে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা । মাদ্রাসা শিক্ষা আদৌ কোন শিক্ষা হতে পারে না। মাদ্রাসা বলতে দেশের মানুষ এখন একটি জঙ্গী তৈরীর কারখানা মনে করে। এই ক'বছর আগে ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ব্যাপারে কেউ টুঁ শব্দ টি ও করার সাহস পেত না। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে বর্তমানে সেই বাঁধা ডিঙ্গিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে কিছুটা হলে ও কথা বার্তা বলা হচ্ছে। কারণ দেয়ালে এখন পিঠ ঠেকে গেছে। আর চোখঁ বন্ধ করে থাকার সময় বা সুযোগ নেই।

আমাদের সর্ব জন শ্রদ্ধেয় ডাঃ জাফর ইকবাল কি পারেন না এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে ? যুক্তি পুর্ণ ভাবে তাঁর ব্যক্তব্য তুলে ধরতে দেশের ভিবিন্ন ফোরামে ? দেশের তরুন প্রজন্মের মাঝে তাঁর একটা অসাধারণ প্রভাব আছে। সুশীল সমাজ কে সাথে নিয়ে তিনি অনেক কিছুই করতে পারেন। নিদেন পক্ষে তিনি মানুষের কাছে মাদ্রাসা শিক্ষার অসারতার চিত্র তুলে ধরতে পারেন। মোট কথা মাদ্রাসা শিক্ষা কে দেশের সাধারণ শিক্ষায় ফিরিয়ে আনতে প্রবল একটা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। যারাই তার প্রতিবাদ করবে,তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে হবে। তাদের ছেলে মেয়েরা কোথায় পড়ে সেটা জনগন কে জানাতে হবে। যাতে করে এদের ভন্ডামী টা জন সমক্ষে ধরা পরে।

আমাদের আর ও একজন লেখক আছেন ,যিনি জাফর ইকবালের ই অগ্রজ এবং তরুন প্রজন্মের মাঝে এখন ও তুমুল জন প্রিয় । তিনি লেখক ,নাট্যকার হুমায়ুন আহমেদ। যিনি মাঝে মাঝেই মিডিয়া গুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আবেগ-অনুভুতির কথা জানান দেন। যেমন এই কিছু দিন আগে দুই নেত্রী এক সাথে বসে কথা বলার জন্য প্রার্থনায় বসতে চেয়েছিলেন । যদি ও প্রার্থনা নামক জিনিষ টা এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের যত কম শিখানো হবে তত ই ভালো। তারা কাজে বিশ্বাস করতে শিখুক,প্রার্থনায় নয়। আখেরে এতে দেশেরই উপকার হবে। যাই হোক। তিনি যদি লিখেন ,কথা বলেন এ বিষয়ে তাহলে কাজ কত টুকু হবে জানি না ,মানুষ অন্তত মন দিয়ে শুনবে ,বোঝার চেষ্টা করবে তিনি কি বলছেন। এদের মুখোশ উন্মোচিত হোক সাধারণ জনমানুষের কাছে। শিক্ষার নামে কি করে গরীব ঘরের অসহায় পরিবার গুলোর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে মাদ্রাসা গুলো ভরে ফেলা হচ্ছে। এদের না আছে কোন নিয়ম,না আছে কোন নীতি। সরকারের সম্পুর্ণ নিয়ন্ত্রনের বাইরে এরা শিক্ষার নামে যা ইচ্ছা তাই করছে। দেশের ভিতর আরেকটা দেশ তৈরী করে নিয়েছে । সেখানে দেশের প্রচলিত কোন আইন কানুন নিয়ম নীতির ধার তারা ধারে না। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না। পতাকা উত্তোলন করা হয় না। হয় না আর ও অনেক কিছুই। এ গুলো আমার বানানো কথা নয়। দেশের পত্র পত্রিকায় নিয়মিত চোঁখ রাখলেই এসব খবর জানা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু সবাই নির্বিকার।

যদি ও পত্র পত্রিকা গুলো অনেক আগে থেকেই দেশের মাদ্রাসা নিয়ে নানা কথা লিখে আসছিল তবু সরকার কিছুই কানে তুলে নি তখন। এখন যদি ও খালেদা জিয়া কিছুটা হয়ত উপলব্ধি করতে পারছেন তিনি কেমন বাঘের মাথায় সওয়ার হয়েছেন ! তাই মসজিদে মসজিদে ইমাম দের খুৎবা দিতে বলছেন শান্তির ধর্ম ইসলামে জঙ্গী বাদের কোন সমর্থ ন নেই বলে। কিন্তু তাঁর আন্ত রিকতায় মানুষ আস্বস্ত হতো,যদি তিনি নিজামী সাইদী দের ছাড়তে পারতেন। তাদের যদি বের করে দিতে পারতেন জোট থেকে। কিন্তু দুঃখ জনক বিষয় হলো তিনি তা করতে পারছেন না। বরং ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে জামাতীদের কাছে বি এন পি নামক দলটাকেই তিনি বন্ধক রেখে দিয়েছেন। খালেদা জিয়া আবার যদি ক্ষমতায় যেতে সমর্থ হোন,তাহলে কি একাত্তরের ঘাতক নিজামী সাইদীদের মুঠো থেকে বন্ধক রাখা দল ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হবেন ? নাকি নিজামীরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল কে তখন সম্পুর্ণ ই হজম করে ফেলবে ! অবস্থা কিন্তু সে দিকেই গড়াচ্ছে। যা

হোক বলছিলাম মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়ে,মাঝখানে রাজনীতি ও টেনে আনতে হলো,কারণ বাস্তব অবস্থা যে আসলে কোন দিকে মোড় নিচ্ছে সে ব্যাপারে আমাদের কিছুটা অন্তত ধারণা থাকা প্রয়োজন। কথা হচ্ছে,জামাতের কব্জায় এই দেশ গেলে,তারা মাদ্রাসা শিক্ষা ছাড়া হয়ত আর কিছুই রাখবে না। কারণ তাতে তাদের তালেবানী ইসলামী রাষ্ট্র গড়তে সুবিধা হবে। সাইদী গং দের ওয়াজ নসিহতের বই ক্যাসেট ছাড়া শিক্ষার আর কোন উপকরণ রাখা হবে না ! দেশে তখন বিজ্ঞান শিক্ষা থাকবে না,ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার তৈরী হবে না। শিল্প সাহিত্য মুখ থুবরে পড়বে। নারীরা হিজাব মাথায় হেঁশেল আর আঁতুর ঘরের পথ ছাড়া চোঁখে আর কোন পথ ই খোলা দেখবে না !

পরিশেষে শুধু বলতে চাই, লাখ লাখ ছেলে মেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার মত একটা ধর্মীয় কূপমুন্ডুক শিক্ষা নিয়ে যখন বের হয়,তখন তাদের সামনে কি সুযোগ সুবিধা বা উন্নতি অগ্রগতির পথ খোলা থাকে? এরা প্রতি বছর মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে সমাজের বোঝা ই শুধু বাড়াচ্ছে। সমাজের সবচেয়ে নিম্ন স্তর থেকে এসে এরা তাদের অবস্থান কত টা বদলাতে সক্ষম হয় তা ভেবে দেখতে হবে। মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে দেশের বিপুল একটা জনশক্তি আনপ্রডাক্টিব হওয়ার কারণে যখন দেখে তাদের সুযোগ সুবিধা গুলো খুব ই সিমীত,তখন হতাশা থেকে তারা নানা ধরনের ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপের দিকে সহজেই ধাবিত হতে পারে এবং যেটা হচ্ছে ও।

এখন সময় এসেছে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার। মুখ কুলুপ এটে থাকা মানে নিজেদের ধ্বংস হতে দেওয়া। কেউ কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন,আমাদের সুশীল সমাজের কেউ,বা আমাদের নেতা নেত্রীরা কেউ নিজের ছেলে মেয়েদের মাদ্রাসায় শিক্ষা নিতে পাঠান ? তাহলে সমাজের সব চেয়ে অসহায় গরীব ঘরের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যত অন্ধকার করে রাখার এবং তাদের জীবন নিয়ে শিক্ষার নামে এসব ছিনিমিনি খেলার অধিকার কি কারো থাকতে পারে ?